যে, 'করণ' ও 'কারণ' সমার্থক নয়—করণমাত্রই কারণ হলেও কারণ মাত্রই করণ নয়। করণ কারণ হলেও তা অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণ কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ অসাধারণ কারণ হল কোন কার্যের প্রতি 'বিশিষ্ট কারণ', 'সাধারণ কারণ' নয়।

লক্ষণটির অস্পষ্টতা : অসাধারণ কারণমাত্রকেই 'করণ' বলা চলে না :

'অসাধারণং কারণং করণম্' অন্নংভট্ট প্রদত্ত করণের এই লক্ষণটির দ্বারা কোন কার্যের করণটিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল :

ঘট-পটাদি কার্যোৎপত্তির ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ অসাধারণ কারণের অর্থাৎ করণের উল্লেখ করা যায় না, একাধিক অসাধারণ কারণের উল্লেখ করতে হয়। এসব কারণের প্রত্যেকটি 'অসাধারণ', কেননা ঘটোৎপত্তির (ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তির) ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় পটের উৎপত্তির ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ ঐসব কারণের কোনটিও 'সাধারণ কারণ' নয়। যেমন, ঘটরূপ কার্য সৃজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হল—সমবায়ি কারণরূপে কপাল (ঘটের উপরের অংশকে বলে 'কপাল'), অসমবায়িকারণরূপে কপাল-সংযোগ এবং নিমিত্ত কারণরূপে কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড, জল, সূত্র, ইত্যাদি। তেমনি পট সৃজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হল—সমবায়ি কারণরূপে তন্তু, অসমবায়ি কারণরূপে তন্তু-সংযোগ এবং নিমিত্ত কারণরূপে তন্তুবায়, তুরী, বেমা ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটি ঘট অথবা পট সৃজনের ক্ষেত্রে অসাধারণ কারণ, সাধারণ কারণ নয়। ঘটোৎপত্তির ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় তা কেবল ঘটোৎপত্তির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, পটাদি কার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। তেমনি আবার পট-সৃজনের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় তা কেবল পট-সৃজনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, ঘটাদি কার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। সুতরাং এইসব কারণগুলোর প্রত্যেকটি অসাধারণ কারণ। 'অসাধারণং কারণং করণম্'—এটাই যদি করণের লক্ষণ হয়, অর্থাৎ অসাধারণ কারণমাত্রকেই যদি 'করণ' বলা হয়, তাহলে উপরের উদাহরণের প্রত্যেকটিকে নিজ নিজ কার্যের (ঘটের ক্ষেত্রে ঘটের, পটের ক্ষেত্রে পটের) করণরূপে গণ্য করতে হবে। অন্নংভট্ট সম্ভবত এমন অভিমত পোষণ করেননি—অসাধারণ কারণগুলোর মধ্যে সম্ভবত তিনি একটিমাত্র কারণকেই করণরূপে গণ্য করতে চেয়েছেন।

সঙ্গতভাবে এখানে প্রশ্ন হল, কোন্ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কারণগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি কারণকে 'অসাধারণ কারণ' বা 'করণ'রূপে চিহ্নিত করা যাবে? অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বা তর্কদীপিকায় এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি, তিনি কেবল অসাধারণ কারণকেই 'করণ' বলেছেন। এবিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যেও মতভেদ আছে—প্রাচীন মত এবং নব্যমত। নীলকণ্ঠী ও সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এই দুটি টীকা অনুসরণ করে দুটি ভিন্ন মতের—প্রাচীনমত ও নব্যমতের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করা গেল।

প্রাচীন মত : লক্ষণে 'ব্যাপারবদ্' শব্দের প্রয়োজনীয়তা

প্রাচীন মতের অনুসারীরা লক্ষণে 'ব্যাপারবদ্' শব্দটি যুক্ত করে বলেন, করণের লক্ষণটি হবে, 'ব্যাপারবদ্ অসাধারণং কারণং করণম্।' অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণ ব্যাপারবিশিষ্ট তাই করণ—যে কোন অসাধারণ কারণ করণ নয়। উপরোক্ত উদাহরণে ঘট অথবা পট সৃজনের ক্ষেত্রে একাধিক অসাধারণ কারণ থাকলেও, তাদের মধ্যে কেবল সেই অসাধারণ কারণটি 'করণ'রূপে গ্রাহ্য হবে, যা ব্যাপারবদ্। ব্যাপারবদ্ই হল, সেই

যার দ্বারা একটি অসাধারণ কারণগুচ্ছের মধ্য থেকে একটিমাত্র কারণকে 'করণ'রূপে চিহ্নিত করা যাবে। তাহলে প্রাচীন মতে, যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে কার্যের জনক হয় অর্থাৎ কার্য উৎপন্ন করে তাই হল করণ।

'ব্যাপার' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য :

'ব্যাপার' শব্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'দ্রব্যান্যত্বে সতি তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্'। দ্রব্যভিন্ন যে পদার্থ তজ্জন্য অথচ তজ্জন্যের জনক হয়, তাই হল ব্যাপার। সহজ কথায়, 'দ্রব্যভিন্ন যে পদার্থ কোন কারণের কার্য হয়ে ঐ কারণের কার্যকে উৎপন্ন করে, তাই হল ব্যাপার। তাহলে, ব্যাপার হল—মুল কারণ ও অন্তিম কার্যের মধ্যবর্তী কারণ। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল। 'কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনত্তি'—'কুঠার দিয়ে বৃক্ষ ছেদন করা হচ্ছে।' এখানে কুঠার-সংযোগ অর্থাৎ কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন হল 'ব্যাপার', কুঠার ব্যাপারবদ্ হওয়ায় তা ছেদন-ক্রিয়ার 'করণ', এবং ছেদন হল 'কার্য'। কুঠার-সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন (ওঠানো এবং নামানো) দ্রব্য পদার্থ নয়, তা হল কুঠারের কার্য, যদিও সেই কার্য কুঠারের কার্য ছেদনকে উৎপন্ন করে। তাহলে কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন বা কুঠার-সংযোগ হল মধ্যবর্তী কারণরূপে 'ব্যাপার'। এই উত্তোলন-নিপাতনটি কুঠার-জন্য বা কুঠারের কার্য হয়েও কুঠারজন্য 'ছেদনের' কারণ। কুঠার থাকলেই ছেদন হয় না—কুঠার মুষ্টিবদ্ধ থাকলে ছেদন হয় না ; ছেদনের জন্য কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন প্রয়োজনীয়। কুঠার সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতনটি কুঠারজন্য (কুঠারের কার্য) হয়ে কুঠারজন্য 'ছেদনের' জনক (কারণ) হওয়ায় তা কুঠারের 'ব্যাপার' ; এবং কুঠার, উত্তোলন-নিপাতনরূপ ব্যাপারবদ্ হওয়ার জন্য, ঐ ছেদনের 'করণ'। অন্যান্য কার্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে 'ব্যাপারবদ্'রূপে করণ নির্ণয় করতে হবে। যেমন, ঘট সৃজনের ক্ষেত্রে চক্রের ভ্রমণ চক্রজন্য হয়ে ঘটের জনক (কারণ) হওয়ায় 'চক্রের ভ্রমণ' হল ব্যাপার এবং চক্র হল ব্যাপারবদ্রূপে ঘটের করণ। ভ্রমণ, চক্রের কার্যরূপে ব্যাপার এবং চক্র ব্যাপারবদ্রূপে করণ।

নব্যমত : নব্যমতে করণের লক্ষণ :

নব্যমতে, ব্যাপারবদ্ করণ নয়, ব্যাপারটাই করণ। এমতে, তাকেই 'অসাধারণ কারণ' বা 'করণ'রূপে গণ্য করতে হবে যা কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং যার অভাবে কার্যের উৎপত্তি হতে পারে না। নব্যগণ করণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্', যার অর্থ হল—অপরাপর অসাধারণ কারণ উপস্থিত থাকলেও যার অভাবে কার্যটি উৎপন্ন হতে পারে না, তাই হল করণ। লক্ষণটির অন্তর্গত 'ফল' শব্দটির অর্থ 'কার্য', 'অযোগ' শব্দের অর্থ 'না-হওয়া' এবং 'ব্যবচ্ছিন্ন' শব্দের অর্থ হল 'নিষিদ্ধ হওয়া'। তাহলে 'ফল-অযোগ-ব্যবচ্ছিন্ন কারণং করণম্'—করণের এই লক্ষণটির অর্থ হবে, 'যে কারণের দ্বারা কোন কার্যের না-হওয়া নিষিদ্ধ হয় (অর্থাৎ কার্যটির 'হওয়া' অনিবার্য হয়) সেই কারণটিই হল করণ। উপরোক্ত উদাহরণে বৃক্ষ-ছেদনের ক্ষেত্রে অপরাপর অসাধারণ কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কুঠার-সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন নিষিদ্ধ হলে (অর্থাৎ কুঠার-সংযোগের—কুঠারের উত্তোলন-নিপাতনের অভাব থাকলে) ছেদনরূপ কার্যটি ঘটতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমস্ত অসাধারণ

Scanned by CamScanner

কারণ উপস্থিত থাকার সঙ্গে কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন নিষিদ্ধ না হলে (অর্থাৎ
সংযোগ—কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন—ঘটলে) ছেদনরূপ কার্যটির ঘটা অনিবার্য হয়। কু
উত্তোলন-নিপাতন ছেদন রূপ কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। সুতরাং 'ব্যাপার'রূপে
সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতনই ছেদনের 'করণ'।

স্পষ্টতই নব্যমতে, ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্' এই লক্ষণ অনুসারে ব্যাপ
করণ, যা ব্যাপারবদ্ তা করণ নয়। ছেদনের ক্ষেত্রে কুঠার-সংযোগ করণ। ঘট-সৃজনের
দণ্ড-চক্রের ভ্রমণ ব্যাপার হওয়ায় তা করণ ; দণ্ড-চক্রাদি অসাধারণ কারণ হলেও
ব্যাপারবদ্ হওয়ায় করণ নয়। দণ্ড-চক্রাদি থাকলেই ঘট-সৃজন হয় না, যদি না তাদের
ব্যাহত হয়। দণ্ড-চক্রাদির ভ্রমণ ঘট-সৃজনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। একইভাবে, পট-সৃ
ক্ষেত্রে তন্তুসংযোগ ব্যাপার হওয়ায় তা পটরূপ কার্যের করণ ; তন্তু অসাধারণ কারণ
তা ব্যাপারবদ হওয়ায় করণ নয়। তন্তু থাকলেই পট-সৃজন হয় না, যদি না সংযোগ নিষিদ্ধ
তন্তু-সংযোগ পট-সৃজনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাও।

তাহলে, প্রাচীন মতে, যা ব্যাপারবদ্ অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট তাই হল করণ। যেমন ছে
কার্যের ক্ষেত্রে কুঠার করণ, ঘটরূপ কার্যের ক্ষেত্রে চক্রদণ্ড করণ ; পট-সৃজনের ক্ষে
করণ ; পক্ষান্তরে নব্যমতে, ব্যাপারটিই করণ। ছেদন-কার্যের ক্ষেত্রে কুঠারের উত্তোলন-নি
করণ, ঘট-সৃজনের ক্ষেত্রে চক্র-দণ্ডের ভ্রমণ করণ, পট-সৃজনের ক্ষেত্রে তন্তু-সংযোগ

উল্লেখযোগ্য যে, অন্নংভট্ট এই দুটি ভিন্ন মত সম্পর্কে অবহিত থাকলেও কোন
বিশেষ মতের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেননি। ক্ষেত্রবিশেষে, প্রাচীন মত অনুসরণ
অন্নংভট্ট 'ব্যাপারবদ্'কে 'করণ' বলেছেন, আবার ক্ষেত্রবিশেষে নব্যমত অনুসরণ করে
'ব্যাপার'কে 'করণ' বলেছেন। যেমন, কেবল প্রত্যক্ষ প্রমার ক্ষেত্রেই তিনি 'ব্যাপারবদ্
ইন্দ্রিয়কে 'করণ' বলেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ-প্রমার ক্ষেত্রে অ
নিম্নোক্তভাবে 'করণ' ও 'ব্যাপার' নির্দেশ করেছেন—

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে—
করণ—ইন্দ্রিয়
ব্যাপার—সংযোগাদি সন্নিকর্ষ।
অনুমিতির ক্ষেত্রে—
করণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান (তবে, 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি', অনুমিতির এই লক্ষণ অ
'পরামর্শই' 'করণ' হয়)।
ব্যাপার—পরামর্শ।
উপমিতির ক্ষেত্রে—
করণ—সাদৃশ্যজ্ঞান।
ব্যাপার—অতিদেশবাক্যার্থ-স্মরণ, এবং
শাব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে—
করণ—পদজ্ঞান
ব্যাপার—পদজন্য পদার্থস্মৃতি।

Scanned by CamScanner

স্পষ্টতই, অন্নংভট্ট 'করণ' শব্দটি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে—ব্যাপারবদ্ অথবা 'ব্যাপার' অর্থে প্রয়োগ করেননি। তর্কসংগ্রহ হল যুক্তিশাস্ত্রের নবীন ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বিষয় আলোচনার জটিলতাকে যথাসম্ভব পরিহার করে আলোচনাকে সহজ ও সুবোধ্য করতে চেয়েছেন, যাতে যুক্তিশাস্ত্রের নবীন ছাত্ররা বিভ্রান্ত না হয়। সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই তিনি ক্ষেত্রবিশেষে 'ব্যাপারবদ্'কে এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'ব্যাপার'কে 'করণ' বলেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই অন্নংভট্ট অসাধারণ কারণকেই 'করণ' বলেছেন, সাধারণ কারণকে কোন ক্ষেত্রেই 'করণ'রূপে গণ্য করেননি।

❑ ২.২. কারণ

তর্কসংগ্রহ : কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্।

অনুবাদ : যা নিয়ত কার্যের পূর্ববর্তীরূপে থাকে, তাকেই 'কারণ' বলে।

তর্কদীপিকা : কারণলক্ষণমাহ—কার্য ইতি। পূর্ববৃত্তি কারণম্ ইত্যুক্তে রাসভাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, অতঃ নিয়ত ইতি। তাবন্মাত্রে কৃতে কার্যে অতিব্যাপ্তিঃ, অতঃ পূর্ববৃত্তি ইতি। ননু তন্তুরূপমপি পটং প্রতি কারণং স্যাৎ ইতি চেৎ। ন। অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ। অনন্যথাসিদ্ধত্বম্ অন্যথা-সিদ্ধিবিরহঃ।

২.২. ব্যাখ্যা : অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে কারণের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন—**'কার্যনিয়ত-পূর্ববৃত্তি কারণম্'**, যার অর্থ হল, 'যে পদার্থ কার্যের নিয়ত (নিয়মিতভাবে) পূর্ববর্তীরূপে থাকে, তাই হল ঐ কার্যের কারণ।' লক্ষণটিতে দুটি মূল শব্দ আছে : 'নিয়ত' ও 'পূর্ববৃত্তি' (পূর্বে থাকা) এবং কারণের স্বরূপ প্রকাশের জন্য তাদের কোন একটিকেও অপসারিত করা চলে না—কোন একটি শব্দকে অপসারিত করলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অর্থাৎ কারণের স্বরূপ প্রকাশার্থে দুটি শব্দই অত্যাবশ্যক। শব্দদুটির প্রয়োজনীয়তা 'ক' এবং 'খ' অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা গেল।

(ক) 'নিয়ত' শব্দের প্রয়োজনীয়তা :

'নিয়ত' শব্দের অর্থ হল 'নিয়মযুক্ত' বা 'নিয়মিতভাবে থাকা'। যেমন, 'যেখানে ক সেখানেই খ এবং যে ক নেই সেখানে খ-ও নেই।' তাহলে নিয়মযুক্ত বা নিয়তত্ব হল ব্যাপকত্ব—ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধ। অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, কারণের লক্ষণ থেকে 'নিয়ত' শব্দটি অপসারিত হলে 'রাসভাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ' অর্থাৎ রাসভ (গর্দভ) প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয়। রাসভাদিতে পূর্ববৃত্তিত্ব থাকলেও নিয়তত্ব বা ব্যাপকত্ব না থাকায় লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি ঘটে। দীপিকায় উত্থাপিত অতিব্যাপ্তির অভিযোগটি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা গেল—

কারণের লক্ষণ থেকে 'নিয়ত' শব্দটি অপসারিত করে যদি বলা হয় 'কার্য-পূর্ববৃত্তি কারণম্', তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। ধরা যাক, কোন কুম্ভকার মৃন্ময় ঘট সৃজনের জন্য রাসভের পিঠে মৃত্তিকা বহন করে ঘট সৃজন করে। এক্ষেত্রে রাসভ ঘটের পূর্ববর্তী হওয়ায় এবং 'কার্য-পূর্ববৃত্তি মাত্র'কে কারণ বলায় রাসভকে ঘটের কারণরূপে গণ্য করতে হবে। কিন্তু রাসভকে ঘটের 'কারণ' বলা চলে না, কেননা রাসভ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ঘট-সৃজনের পূর্ববর্তী হলেও নিয়মিতভাবে পূর্ববর্তী নয়। ঘট-সৃজনের জন্য কুম্ভকার সর্বদাই (নিয়ত) রাসভের পিঠে মৃত্তিকা

Scanned by CamScanner

বহন করে না—কখনো গো-শকটের দ্বারা, কখনো গো-এর পৃষ্ঠদেশে, কখনো আবার নিজ হাতে মৃত্তিকা বহন ক'রে ঘট নির্মাণ করে। স্পষ্টতই, রাসভ, গো-মাকট, গো ইত্যাদি (রাসভাদি কদাচিৎ ঘটের পূর্ববর্তী হলেও নিয়ত পূর্ববর্তী নয় এবং সেজন্য রাসভাদিকে ঘটের কারণ বলা চলে না, বললে কারণের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এই দোষ বারণের জন্যই লক্ষণে 'নিয়ত' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। 'নিয়ত' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত হয়।

(খ) 'পূর্ববৃত্তি' শব্দের প্রয়োজনীয়তা :

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, কারণ প্রসঙ্গে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দের অর্থ 'শুধুমাত্র পূর্বে থাকা' না তা হল 'অব্যবহিত পূর্বে থাকা'। যেমন, ঘট-সৃজনের ঠিক পূর্বক্ষণে যা থাকে তাই হ 'পূর্ববৃত্তি" শব্দের অর্থ। কেবল 'পূর্বকালে থাকা'কে পূর্ববৃত্তিরূপে গণ্য করলে যে পদার্থ কার্যে বহুকাল পূর্বে থাকে, তাকেও কোন কার্যের কারণরূপে গণ্য করতে হবে। কুম্ভকার, যে মৃৎ ঘট সৃজন করে, তাকেই ঘটের কারণরূপে (নিমিত্তকারণরূপে) গণ্য করা হয়, কেননা তা উপস্থিতি ঘট সৃজনের ঠিক অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকে, তার পূর্ব-পূর্বপুরুষগণ ঠিক পূর্বক্ষ থাকে না। এজন্য, কুম্ভকারের পিতা, প্রপিতা, প্র-প্রপিতা প্রভৃতি (যারা কোন একসময়ে থাকলে কুম্ভকারের জন্ম হতে পারে না) কুম্ভকার কর্তৃক ঘট-সৃজনের পূর্ববর্তী হলেও তাদে 'কারণ' বলা যাবে না।

এখন, লক্ষণ থেকে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি অপসারিত করে যদি বলা হয় 'কার্যনিয়তবৃ কারণম্'—'যা নিয়মিতভাবে কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, তাই কারণ', তাহলেও লক্ষ অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। দীপিকাতে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'তাবন্মাত্রে কৃতে কার্যে অতিব্যাপ্তি অতঃ পূর্ববৃত্তি ইতি।' অর্থাৎ, যদি এইটুকুমাত্র ('কার্যনিয়তবৃত্তি কারণম্' এইটুকুমাত্র) বলা তাহলেও কার্যে অতিব্যাপ্তি হয়—কারণের লক্ষণটি কার্যেও প্রযুক্ত হয়। যেমন, পটরূপ কা নিজ কারণরূপে গ্রাহ্য হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই লক্ষণে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি যুক্ত হয়ে বিষয়টির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন—

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রতিটি বস্তুই তার নিজের সঙ্গে একাত্ম। যেমন, 'ক হয় ক' 'মানুষ হয় মানুষ'। যুক্তিশাস্ত্রে 'একাত্মতা'কে একপ্রকার সম্বন্ধরূপে গণ্য করা হয়—'তাদা সম্বন্ধ'। তাহলে মানতে হয় যে, প্রতিটি বস্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিজের সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এমন বলার অর্থ হল, 'প্রত্যেক কার্যই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়ত নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। 'কার্যনিয়তবৃত্তি কারণম্'—'কার্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যা থাকে'—এটাই কার্য লক্ষণ হলে (অর্থাৎ 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি লক্ষণ থেকে অপসারিত হলে) পটের কারণ নির্ণয় প্র পটকেই তার কারণ বলতে হয়, কেননা পটের সঙ্গে পট নিয়ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে। এভাবে, কারণের লক্ষণটি কার্যের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়ায় লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ঘটে। অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি লক্ষণে সন্নিবেশিত হয়েছে। কার্যে নিয়তত্ব থাক পূর্ববৃত্তিত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে কার্য না থাকায় কার্যকে নিজের সঙ্গে 'নিয়তপূর্ববৃত্তি' বলা চলে না। তাহলে, 'নিয়তপূর্ববৃত্তি' বললে কেবল কারণ বোঝানো হয়, কার্যকে নয়।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

করণ

পাঠ্য বিষয় : করণ (বিশেষ কারণ) ও কারণের (সাধারণ কারণ) সংজ্ঞা। অনাথাসিদ্ধির (পরিহার্য) প্রত্যয় ও তার প্রকার। কার্যের লক্ষণ বা সংজ্ঞা। বিভিন্ন প্রকার কারণ : সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ, তাদের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ।

❑ ২.১. করণ

তর্কসংগ্রহ : অসাধারণং কারণং করণম্।

অনুবাদ : যে কারণ সাধারণ নয়, অসাধারণ, সেই অসাধারণ কারণকেই 'করণ' বলে।

তর্কদীপিকা : কারণ লক্ষণমাহ—অসাধারণ ইতি। সাধারণ কারণে দিক্-কালাদৌ অতিব্যাপ্তি-করণায় অসাধারণ ইতি।

২.১. ব্যাখ্যা : প্রমাকরণং প্রমাণম্

ন্যায়দর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় 'প্রমা' ও 'প্রমাণ'ই মুখ্য বিষয়। প্রমা হল যথার্থজ্ঞান, আর প্রমার যা 'করণ' অন্নংভট্ট তাকেই তর্কদীপিকায় 'প্রমাণ' বলেছেন। 'প্রমাকরণং প্রমাণম্'—এটাই হল প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। কাজেই 'প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে 'করণের' আলোচনা প্রয়োজনীয়।

করণ ও কারণ : করণের লক্ষণ

'করণে'র লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, "**অসাধারণং কারণং করণম্**'। **করণও একপ্রকার কারণ, তবে সব কার্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত সাধারণ কারণ নয়, অসাধারণ কারণ—বিশেষ কার্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কারণ।** করণের লক্ষণ হল 'অসাধারণ কারণত্ব'। শুধুমাত্র 'কারণত্ব' করণের লক্ষণ হলে সাধারণকারণগুলিকেও 'করণ' বলতে হয় এবং তার ফলে লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই অন্নংভট্ট 'অসাধারণত্বে'র উল্লেখ করেছেন।

ন্যায়মতে, কোন কার্যেরই একটিমাত্র কারণ থাকে না, একাধিক কারণ থাকে। ঐসব কারণগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলি কারণ যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে অর্থাৎ সকল কার্যের উৎপত্তিতে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। এদের বলা হয় 'সাধারণ কারণ'। স্পষ্টতই সাধারণ কারণ সকল কার্যেরই কারণ। ন্যায় দর্শনে আটটি সাধারণ কারণের উল্লেখ আছে। যথা—ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, দিক্, কাল, অদৃষ্ট (ধর্ম ও অধর্ম) এবং কার্যের প্রাগভাব। করণ যদি 'অসাধারণ কারণ' হয় তাহলে তা অবশ্যই এই আটটি 'সাধারণ কারণ' থেকে ভিন্ন পদার্থ হবে। লক্ষণে 'অসাধারণ' শব্দ যুক্ত করে অন্নংভট্ট 'করণ' শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কুচিত করেছেন এবং লক্ষণটিকে অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত করেছেন। 'অসাধারণ' শব্দটির এটাই হল তাৎপর্য। 'অসাধারণ' শব্দটির মাধ্যমে অন্নংভট্ট এটাই বলেছেন

Scanned by CamScanner